কবি, কবিতা, কবিতা আসর

রাতুল, সিডনী

“সব শালা কবি হবে
পিঁপড়া গোঁ ধরেছে উড়বেই।
বন থেকে বেরিয়ে আসা দাঁতাল শুয়োর
রাজ-সিংহাসনে বসবেই।”

অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিক এর একটা অতি পরিচিত কবিতা। তৎকালিন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সময়ে, এরশাদকে উপলক্ষ্য করে লেখা। যখন দেশের রাঘব-বোয়াল অনেক কবি-সাহিত্যিক নিজের কবিতা, মহামান্য রাষ্ট্রপতির নামে উৎসর্গ করে (কথিত) রস-যশের ভান্ডার পূর্ণ করছিলো কানায়-কানায়, তখন স্রোতের বিপরীতে অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকের লেখা এই কবিতা তাঁকে পরিচিতি দিলেও ভুগিয়েছিল অনেক। কবিতাটা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল অনিবার্য্য কারণেই। অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকের এ কবিতাটা সম্ভবতঃ তার সর্বাধিক পঠিত কবিতার একটা।

বাঙালী কাব্যিক জাতী। সিডনীর সীমিত পরিসরে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-গায়ক-বাদকের আজ দৃষ্টি-নন্দণ বিপুল এক সমাহার। শুনেছি পৃথিবীর অন্যপ্রান্তের বাঙালীদের নাকি এটা রীতিমতো ঈর্ষার কারণ। যাদের লেখার ক্ষমতা আছে, তাঁরা লিখছে, লিখবেই। যাদের নেই, তারাও আজ বসে নেই। লিখতে-লিখতেই না লেখক হবে। সেটাই-তো নিয়ম। তবে কবিতা-ছড়া-লেখা যদি মান-সম্মত না হয়, সেটা ছাপা হয় না। এক সময় হয়তো হয়। সেটা নয়, হয়তো অন্য আর একটা। এই কঠিন দায়িত্বটা সম্পাদকের ।এটা তার প্রধান সম্পদও বটে। অন্ততঃ আমার মতে।

বাঙালী যুবক জীবনে একটাও ছড়া বা কবিতা লেখেনি, বিশেষ করে যুবা বয়সের সেই সন্ধিক্ষণে, খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যখন আমি অষ্টম নাকি নবম শ্রেণীর ছাত্র (রবি-র সেই বলাই-এর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি) তখন ক্লাশের সবচেয়ে সুন্দরী নীল নয়না নীলিমাকে মনে রেখে (নাকি ভালবেসে?) একটা কবিতা লিখেছিলাম। সেকি নির্মল আনন্দ, সুগভীর নীল বেদনা। লেখাটা কোন দিনই নীলিমার হাতে গিয়ে পৌঁছায়নি, পৌঁছানোর কথাও ছিল না। নীলিমা পড়েনি, জানতেও পারেনি কোনদিন। তবে আমি পড়েছি। একবার নয়, দু'বার নয়, মনেতো হয় কয়েক শ' বার। নিজের লেখায় নিজেই মুগ্ধ হয়েছি। সমস্যা হয়নি কোন, কারণ নীলিমাকে সেটা পড়তে হয়নি। বদ-হজমের হাত থেকে বেঁচে গেছে সে। আর ধরা পড়ে দ্বিতীয়বার হাজামাতের হাত থেকে বেঁচে গেছি আমি ।

সভ্যতার আজ নতুন দিগন্ত। পত্র-পত্রিকা, বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত-জাল (www)আজ হাতের কাছে। ভাল আর উপকারী একটা জিনিষ। সমস্যা একটা দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে দেখছি সর্ষের মধ্যেই যেন ভুত। যে সর্ষে ভূত তাড়াবে সেই সর্ষেতেই যদি ভুত থাকে, তবে তাড়াবোটা কি দিয়ে? বাংলা সাহিত্যে ছড়া একটা সম্পদ। এর দিগন্তের বিস্তৃতি অপ্রতিরোধ্য, অপব্যবহারও আজকাল লক্ষ্যণীয়। দু'চার লাইন, মনে যা আছে লিখে দিলেই হয়। একটা মেসেজ দেয়া দরকার। দু'চার লাইন লেখ। ছন্দ থাকলে ভাল, না থকলেও ক্ষতি নেই।

সম্ভব হলে একটু আঁকা-ঝোঁকা, নয়তো একটা ছবি। ছবিটা যদি প্রায় দিগম্বর সুন্দরী কোন যুবতীর হয়, তা হলেতো কথাই নেই। জনগণ লেখা না খেলেও, ছবিতো খাবে। খায়-ও মনে হয়।

নজরুল সমগ্রের একটা প্রবন্ধ (নামটা মনে নেই), নজরুল লিখেছিলেন, রাস্তা দিয়ে সেদিন একটা পাগলকে দেখি, লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে, আর সেই সাথে আবৃত্তি করছে, মজার একটা কবিতা,

এপার থেকে মারলাম ছুরি
লাগলো কলা গাছে।
হাঁটু দিয়ে রক্ত ঝরে
চোখ গেলরে বাবা।

জিজ্ঞাসা করলাম, হে বাবা উৎরিংগে, এটা কেমন কবিতা হলো? পাগল সমান তালে নাচতে নাচতে পিছন ফিরে বলে, হলো আর না হলো, হাঁটু দিয়ে রক্ততো বেরুলো। রক্ত যেন বের হয়, সেটাই মোক্ষম কথা। বেরও হচ্ছে মনে হয়।

সেদিন বন্ধু অমল আক্ষেপ করে বলছিলো, আমরা তো গান গাইতে পারিনা, লেখা-ঝোঁকার ব্যাপারেও অষ্টরম্ভা, চল্, আমরা একটা কবিতা পাঠের আসর তৈরী করি। অন্যবন্ধু শফিক, তার কথা লুফে নিয়ে বলে উঠে, খুবই ভাল আইডিয়া। চল আমরাও ..। থেমে যায় শফিক। অমল দ্বিগুন উৎসাহে বলে উঠে, কিরে, থামলি কেন? মুখ কাল করে শফিক উত্তর দেয়, জায়গা কোথায়? নাম দিবি কি? কবিতা সকাল, কবিত বিকেল, কবিতা সন্ধ্যা, কবিতা আসর, সবই তো দেখি *বুকড্!* কবিতা বাসর, নামটা মনে হয় সুন্দর,কিন্তু মানেটা কি ভাল হবে?

কবিতা পাঠের আসর একটা সুন্দর-আলোকিত উদ্যোগ। ***আজি বারি ঝরে ঝরো ঝরো / ভরা ভাদরে..*** / এমনি দিনে, বাড়িতে বসে সুস্বাদু ইলিশ, পুই শাকের ডালনা, নতুন তোলা সীমের সাথে চাঁন্দা শুটকির চড়চড়ি। সবার শেষে গাজরের হালুয়া, আর গরম কফির কাপ হাতে নিয়ে সম-মনাদের মাঝে আড্ডা-আলোচনা-পাঠ, আবৃত্তি, রবী, নজরুল, জীবনানন্দ, নির্মলেন্দু, সুণীল, এর কি কোন তুলনা হয়? কৃষ্টির পাথরে নাম লেখাতে, পত্রিকা বা ডব্লিউ-ডব্লিউ-ডব্লিউ ভাইদের কাউকে একজনকে ডাক দিন। কেউ-কেউতো দোকান সাজিয়ে মনে হয় বসেই আছে, শুধু এই ডাকের-ই প্রতিক্ষায়। শুধু আড্ডা নয়, নাকের উপর চশমা এঁটে, নাকে-গলার ঘাম ছুটিয়ে সব্যসাচি হয়ে উঠতেও, সময় লাগবেনা কোন। সেই সাথে *জাল*-এর ভিতর ছবি উঠার ব্যাপারটাও হয়ে যাবে নির্ঘাত সুনিশ্চিত? আতিথিয়তার মানের উপর *জাল-এ* ছবির সংখ্যার কো-*এফিসিয়েন্ট-অব-কোরিলেশন-ও* হবে চোখে পড়ার মতো। দারুন ভাবে *সিগনিফিকেন্স*। *এবস্যুলেট ভ্যালুর* প্রায়-ই কাছাকাছি ।

প্রশ্ন শুধু একটাই, এই যে আজ এতগুলো কবিতা সংগঠন, এর কি প্রয়োজন ছিল?

কবিতা আমার ভালবাসা। কবিতা পাঠের আসরতো সম্ভবতঃ অনিন্দ্যসুন্দর স্বর্গীয় এক উদ্যান। কিন্তু এর ভিতরের এই যে বিভেদ, সেটা কেন? এর পুরোটাই কি প্রয়োজনের তাগিদ, নাকি নোংরা নেতৃত্বের সেই এক এবং অভিন্ন অভিলাষ, অভিপ্রায়? শিক্ষিত, সুন্দর মন আর মুক্ত চিন্তা-চেতনার আলোকিত কতগুলো মানুষের ভিতরেই যদি *“ও তোর নেতৃত্ব মেনে (~~ডাক শুনে~~) যদি কেউ না চলে(~~আসে~~), তবে একলা চলরে”* অবস্থা, তখন এই আমরা, যারা আলেয়ার নীচের অন্ধকারের বাসিন্দা, ১৪ নাকি ১৬ কোটি বাংলাদেশীর সাক্ষাৎ প্রতিভু, তাদের দিয়ে হবেটা কি?

জানা মতে, সংগঠনগুলোর মাঝে মনন-শীল মনের সত্যিকার ভাল মানুষের সংখ্যাই বেশী। তাহলে ? কার বা কাদের আঙুরী হেলনে, ঘঠছে এতসব? এদেরকে চিহ্নিত করে নোংরা ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়ে শিক্ষিত আর মনন-শীল মনের মানুষগুলো কি এক হতে পারে না? একই অঙ্গে এতরুপের এই বহুরুপীদের চিহ্নিত করা কি সত্যিই কঠিন?

পত্র-পত্রিকায় দেখছি কবিতা পাঠের আসর হবে। বড় আকারে, সাধারণে উদ্দেশে। টিকিট কেটে ঢুকতে হবে? উদ্যোগটা ভাল। লোকজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, টিকিট কেটে কবিতা পাঠের আসরে গিয়ে হল ভরিয়ে তুলছে, ভাবতেই ভাল লাগছে। শুনেছি পুশ সেল-এ টিকিট বিক্রির প্রচেষ্টা চলছে। এর সত্যিই কি কোন প্রয়োজন ছিল? আমার বিশ্বাস, বহুরুপী সেই সব নেতৃত্ব যাদের জন্য বা যাদের কারণে বিভক্ত এই সাংস্কৃতিক অঙ্গন, তারা আসবে। হয়তো আমন্ত্রণে, নয়তো ভাল মানুষী দেখানোর নির্লজ্জ অভিপ্রায়ে। শুধু সত্যিকার সুন্দর মনের মানুষগুলো বঞ্চিত হবে। যতগুলো কবিতা সংগঠন আজ শুধু সিডনীর বুকে, তাদের সব পারিবারিক সদস্যরাই যদি শুধু অনুষ্ঠানে আসতো, তাহলে পুশসেল নয়, টিকিট কাউন্টারে সমস্ত টিকিট বিক্রির গৌরবময় অধ্যায় রচিত হতে পারতো। "হাউজফুল" লেখা প্ল্যাকার্ডের প্রয়োজন উড়িয়ে দেয়া যেতো না মোটেই।

কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি ।

রাতুল, সিডনী, ২০১১/০৬/০৬

সুধী পাঠক,
রাতুল আমাদের নুতন সংযোজন, নুতন লেখক, বিদেশ-বিভুঁইয়ের বারো ঘাটে তার নাও ভিড়িয়ে গত কয়েকবছর হলো তিনি সিডনীতে এসে থিতু হয়েছেনে। সময়ের আবর্তে তার জ্ঞানচক্ষুতে তিনি প্রবাসের বাঙ্গালী সমাজের অনেক কিছুই দেখেছেন, দেখছেন। তার দৃষ্টিকোন থেকে কাছাকাছি মানুষগুলোর কিছু মন্দ-ভালো নিয়ে এখন থেকে তিনি নিয়মিত কর্ণফুলীতে লিখবেন বলে কথা দিয়েছেন। অন্তত প্রতি পনের দিনে তিনি দুকলম আমাদের বিদগ্ধ পাঠকদের জন্যে তিনি লিখবেন। তার নিয়মিত কলামের নাম হবে, 'আলো আলেয়ার বিভ্রাটে'। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো-মন্দ যা-ই লাগুক না কেন, আপনার হাততো খোলা আছে, প্রতি উত্তরে আমাদের ঝেড়ে দিন। আপনি আপনার মন্তব্য আমাদের সম্পাদকীয় ইমেইলে ধাঁ করে ছেড়ে দিন, আপনার মন্তব্য আমাদের কাজে লাগবে আমরা তা মনে করি। রাতুলের লেখা পড়ুন, যাচাই করে দেখুন তিনি কি দেখছেন, কি লিখছেন। ধন্যবাদ

- - প্রধান সাম্পানওয়ালা

সংশোধন

ভুলবশত লেখাটির প্রারম্ভে 'সব শালা কবি হবে' কবিতাটির কবি হিসেবে দাউদ হায়দারের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল, আসলে উক্ত বিখ্যাত কবিতাটি বুনেছিলেন বাংলাদেশের উচ্চ-মার্গিয় কবি অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিক, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক। যার কারনে তাকে সামরিক নির্যাতন সইতে হয়েছিল, দেশান্তরী হতে হয়েছিল। তার এ কবিতাটি যে কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত [খোলা কবিতা] হয়েছিল সে কিতাবের প্রথম প্রচ্ছদ করেছিলেন সিডনীর হ্যারিসপার্কবাসী একজন অঙ্কন শিল্পী ডঃ ফারুক ইকবাল। (টোকা মারুন)। অসাবধানতাজনিত উক্ত ভুলের জন্যে লেখক আন্তরিকভাবে দুঃখিত বলে আমাদের জানিয়েছেন।

- - প্রধান সাম্পানওয়ালা, ০৯/০৬/২০১১